দুঃখিত শ্রেক!

দিলরুবা শাহানা

সাধারনতঃ কাউকে জানা ও বোঝার আগে আগেই তার সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বাতিক আমাদের সবার কমবেশী হলেও আছে। যখন দেখা যায় সিদ্ধান্ত ভুল তখন ক'জনে লাজুক হেসে বলি 'সরি শ্রেক'! কখনো বলিই না হয়তো।

প্রশ্ন উঠতে পারে কে শ্রেক? তাকে কেন 'সরি' বলতে হবে?

সবুর। দয়া করে সবুর করুন। ধৈর্য ধরে পড়ুন। তবেই যারা জানেননা শ্রেক নামের 'ওগর'কে তারা চিনতে পারবেন তাকে। যে বলেছিল 'Judging people even before...'

ভিসিই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। হাই এ্যাচিভার কিছু ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন একটি স্কলার প্রোগ্রামের আওতায়। ঘটনাক্রমে মুষলধারে ঝরা বৃষ্টির মাঝেও কৌতূহলী আর উৎসাহী বাচ্চারা উপদেশের কথামৃত শুনতে নাকি এই স্কলার প্রোগ্রামের আওতায় একটা সেমিষ্টার পৃথিবীর অন্য যেকোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচ পাবে সেই আনন্দে হৈচৈ করে ছুটেছিল। বৃষ্টি থামলেও এর পানিতে ইউনির ঐ সড়ক, গ্র্যাটেন ষ্ট্রীট যেটির নাম মুহূর্তে যেন অগভীর পানির নহর হয়ে উঠেছিল গাড়ী পার্কিংএ রেখে পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে তবেই পৌঁছা গেল গন্তব্যে।

ঢুকার মুখেই আমন্ত্রণপত্র সতর্কভাবে নীরিক্ষন শেষে নির্বাচিত বাচ্চাদের নেইম ট্যাগ ও নানা কিছুতে ঠাসা এক ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে প্যাসেজে চা-কফির আয়োজন দেখিয়ে দিচ্ছিল। সামনের ছেলেটির চকচকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ খুব পরিচিত মনে হল। গোল মুখ, কদমফুলের মত মাথার চুল যত্ন করে তা কুকরানো, গোলগাল গড়ন, বেশী লম্বা নয়, সাদা হাফহাতা টি শার্ট, নীল থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরনে হেলেদুলে হেঁটে প্যাসেজে যাচ্ছে। দেখেছি কোথাও ওকে। আরে তাইতো পরিচিত মুখই সে। ও হচ্ছে ম্যাট। ম্যাট হোয়াইট। গতবছর কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক এক ফোরামে ক্যানবেরাযাত্রী একদল বাচ্চার মাঝে ওকে দেখেছিলাম। গত দু'দিনে পত্রপত্রিকায় ওর ছবি বেরিয়েছে, চ্যানেল সেভেনের 'টু ডে টু নাইট' অনুষ্ঠাণে সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে। স্কচ কলেজ বা সেইন্ট বীডস নামের প্রাইভেট স্কুল নয় সাব আড়বান সাধারন এক পাবলিক স্কুল থেকে ভাল ফলাফল করা ম্যাট প্যাসেজে পা রাখতে না রাখতেই ছ'ফুট লম্বা এক ক্যামেরাম্যান ও মাইক্রোফোন হাতে এক মহিলা ওকে ঘিরে ফেললেন। ম্যাট ও আরও ক'জন বাচ্চা যখন ইন্টারভিউ দিতে ব্যস্ত বাকীরা বৃষ্টিভেজা শীতার্ত সন্ধ্যায় গরম চা-কফি, কেক ও নানাজাতের নুন্‌তামিষ্টি মজার খাবারের স্বাদ গ্রহণে তৎপর। চা ছিল নানা পদের। পিক্‌উইক্‌এর মনোরম কাগজের মোড়কে

প্রত্যেকটি টী ব্যাগ আলাদা করে সংরক্ষিত। ইংলিশ আলগ্রে থেকে শুরু করে আফ্রিকান রুইবাস ভ্যানিলা টী পর্যন্ত। নামীদামী সব চা। রুইবাস ভ্যানিলা এমন এক চা যা শরীরমনকে উদ্দীপ্ত ও চাঙ্গা করেনা বরং সমস্ত অঙ্গে কেমন এক আবেশকরা স্বস্থি এনে দেয়, মনে আনে প্রশান্তি। যা হোক ঘন্টাখানেকের চা-নাস্তাপর্বের সমাপ্তি হল। এরপর প্যাসেজের পাশে বেশ বড় লেকচার হলে ঢুকে সবাই বসলো।

মেলবোর্ন ইউনির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, পূর্বতন ভাইস চ্যান্সেলরসহ আরও দু'একজন ছিলেন বক্তৃতা মঞ্চে। কে কি জানা হয়নি তখনও। এদের মাঝে চৈনিক আদলের তবে যথেষ্ঠ লম্বা, ঋজুউন্নত ভঙ্গি, নম্র হাস্যমুখের ছিলেন একজন। তাকে দেখে আমার সামনে বসা দু'টি ছেলে টিপ্পনি কাটা শুরু করলো। দু'জনের একজন আবার নিজেও চৈনিক। সেই বললো যে ঐ লোকের হাস্যকর চাইনিজ ইংরেজী শুনলে ঘুম পাবে এখন। বন্ধু সাদা ছেলেটিও কথাটার সমর্থনে মাথা ঝাঁকিয়ে খুব হাসলো। ওদের দু'জনের ধারনাকে ভন্ডুল করে দিয়ে সেই পূর্বতন ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক এমন চমৎকার ভাষায় বক্তব্য রাখলেন যে অন্যসবার মত ছেলে দু'টিও ঘুম ভুলে গভীরভাবে কান পেতে তা শুনলো। এই স্কলার প্রোগ্রাম হল ঐ শিক্ষাবিদেরই 'ব্রেইন চাইল্ড'। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই সাদাছেলে কিছুটা লজ্জা দেওয়ার জন্যই যেন হলদে চৈনিককে বললো

'You start judging people even before knowing them!'

দ্বিতীয়জন লাজুক হেসে বললো

'Sorry Shreak!'

এদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম শুধু বইপড়ুয়া নয় এরা। অনেক খবর রাখে আর সুযোগ পেলে কাজে লাগাতেও পিছপা হয়না। শ্রেককে ভুলেনি, শ্রেকের উচ্চারিত সংলাপও মগজের ভল্টে জমিয়ে রেখেছে। কোনকিছুই অপচয় করতে রাজী নয় এরা। ছাই পেলে তাও উড়িয়ে দেখতে জানে ওরা। তাতে মানিকরতন পেয়ে যেতেও পারে। কথাটা প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের। একেই বোধহয় বলে মেধা! শ্রেক হচ্ছে অস্কার পাওয়া মজার একটি কার্টুনচিত্র। যে কার্টুনটি প্রচলিত ধারনাকে পাল্টে দেয়, ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয় মানুষকে। এখানে চিরকাল শুনা গল্পের মত শাপগ্রস্থ ব্যাং রাজকুমার রাজকন্যার চুম্বনে অপূর্বদর্শন যুবরাজ হয়ে উঠেনা। উল্টো শ্রেককে ভালবেসে সুন্দরী রাজকন্যা ফিয়োনা নিজেই শ্রেকের মতই অসুন্দর এক বিশাল দৈত্যই থেকে যায়, আর সুখী হয় দু'জনে, ভীষন সুখী। এই কার্টুনছবির বক্তব্যটা এমন যে সুখের জন্য সুদর্শন যুবরাজ হতে হবে, রাজত্ব বা অজস্র সম্পদ থাকতে হবে কথাটা সতত সত্য নয়। দুষ্টুদের একজন যেই ঝাড়লো শ্রেকের সংলাপ অন্যজন সাথে সাথেই জানিয়ে দিল কথাটা কার সে জানে। নীরবে তাকিয়ে দুই মেধাবী দুষ্টুর চতুরালী খুব উপভোগ্য লাগলো। সবচেয়ে ভাল লাগলো ভুল স্বীকার করে 'সরি' বলাটা। আন্তরিক ছিল 'সরি' বলায়।

তখন মনে পড়লো আমি নিজেও একবার না জেনে, না বুঝে একজনকে খুব খারাপলোক ভেবেছিলাম, প্রায় বদমাশ ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম, ছিটকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম। আমারও বলা উচিত 'সরি শ্রেক'!

ঘটনাটা ১৯৯২এর। বছরেরও বেশী পার হয়ে গেল আমি নর্থ লন্ডনের ফিঞ্চলি এলাকা থেকে সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত L. S. E.(লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স)তে আসা-যাওয়া করছি। লন্ডন টিউব(পাতাল রেলে)এর যাতায়াতের সুবিধা আমার বিদ্যা অর্জনের কিছুটা হলেও সহায়ক ছিল সেই সময়ে। তখন মনে প্রশ্ন জাগতো জীবনকে সহজ ও আরামআয়েসে কাটানোর জন্য এই যে উন্নত ইনফ্রাষ্ট্রাকচার, বরফজমা শীতেও ঘরবাড়ীর উষ্ণতামদির পরিবেশ, জনসাধারনের জীবনের প্রায় সব মূলচাহিদা(ব্যাসিক নীড) মিটিয়ে ফেলা সম্ভব করা গেছে কি করে? তাকি শুধুই ওদের শ্রম ও মেধার গুণে নাকি দুইআড়াইশ' বছর ধরে কলোনী দখল করে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে সম্পদ লুটেপুটে সংগ্রহ করে তা নিজেদের উন্নতির জন্য কাজে লাগিয়েছে বলে? হয়তো দু'টোই ঠিক। লুটপাট করে সম্পদ জোগাড় করেই ক্ষান্ত হয়নি। শ্রম ও মেধা খাটিয়ে সে সম্পদ কাজেও লাগিয়েছে এরা। জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মিটাতে চুরিবাটপাড়ি, ধুরন্ধরীপণা করতে হয়না বলে এখানে বেশীর ভাগ মানুষ ভাল ও সৎ । কত পুরুষ? কত পুরুষ ধরে দারিদ্রমুক্ত থাকলে মানুষ এমনি সৎ ও বিবেচক হবে? উন্নতির ফলে দারিদ্র দূর হয়। উন্নতির জন্য শিল্পায়ন দরকার আর শিল্পায়নের জন্য সম্পদ দরকার। ব্রিটিশরা একসময়ে কলোনী থেকে সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছিল। এখন অনুন্নত দেশগুলো কোথা থেকে সম্পদ জোগাড় করবে?

উন্নতির আগে ও ঊষালগ্নে ঐ ব্রিটিশদ্বীপেও ভুখানাঙ্গা মানুষেরা চুরিডাকাতিসহ নানা অপরাধে ব্যাপৃত ছিল। বুদ্ধিমান ব্রিটিশরা হতদরিদ্র চোরছ্যাচরদের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে সেসব অভাগা অপরাধীদের জাহাজে বোঝাই করে বহুদূরে অষ্ট্রেলিয়া নামের কলোনীতে পাঠিয়ে দেয়।

বর্তমান বিশ্বেও আমাদের বাংলাদেশের মতই অনেক অনুন্নতদেশে দরিদ্রজনগোষ্ঠীর মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য অপরাধে জড়িয়ে আছে। তাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করা উচিত নয় কি? নাকি ব্রিটিশদের পথ অনুসরন করে কোন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়াই ঠিক? (তবে লোভের খাই মিটাতে যারা অপরাধ করে তাদের কথা স্বতন্ত্র।) এসব নানা জিজ্ঞাসা মাথায় নিয়ে ব্রিটিশেরই স্কলারশীপে ব্রিটিশের টিউবে চড়ে অনায়াসে পথ পাড়ি দিতাম প্রতিদিন।

অনুন্নত দেশকে নানা সহযোগিতা দান ওদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা বোধহয়।

ইষ্ট ফিঞ্চলি থেকে নর্দান লাইনের টিউব ধরে প্রায় নয়টা ষ্টপেজ পার হয়ে তবে কিংক্রসে পৌঁছাতাম। এক ষ্টপেজ থেকে আরেক ষ্টপেজে পৌঁছাতে ট্রেনের এক মিনিটও লাগতোনা। ট্রেনে বসে গভীর মনোযোগে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছি

মর্নিংটন ষ্টপ থেকে ক্যাম্পডেন টাউন ষ্টপে পৌঁছাতে সবচেয়ে বেশী সময় লাগলো। তাও মাত্র পঞ্চান্ন(৫৫) সেকেন্ড। আশ্চর্য যে এক প্লাটফর্ম থেকে আরেক প্লাটফর্মে কখনো কখনো সময় লেগে যেতো তার চেয়েও অনেক বেশী। মাটির নীচেই যে দোতলা তিনতলায় ছুটাছুটি করে প্লাটফর্ম বদলানোর দরকার হয় লোকজনের।

কিংক্রস টিউব ষ্টেশন হচ্ছে লন্ডনের পাতাল রেলের বিরাট জাংশন। নর্দান লাইন ধরে কিংক্রসে পৌঁছে ওখান থেকে পিকাডেলী লাইন ধরে পাঁচটা ষ্টপেজ ছাড়িয়ে হলবর্ন ষ্টেশন। ওখানে নেমে কয়েক মিটার হাঁটলেই আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সাধারনতঃ আমি পিক আওয়ারে আসা যাওয়া করতাম। লেকচার-সেমিনার ও লাইব্রেরী ওয়ার্ক শেষে প্রায়ই পাঁচটার রেল ধরে ফিরতাম।

আমার ছোট্ট মেয়েসহ খালাতো ভাই ও ভাবী(জাতীয় পুরস্কার পাওয়া 'মেঘের অনেক রং' ছবির নায়ক ওমর এলাহী ও উঁনার স্ত্রী মাথিন)র সঙ্গে নর্থ লন্ডনের ফিঞ্চলীতে ছিলাম। স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে আসা বোনের জন্য ভাইভাবীর আনন্দ-গর্ব যেমন ছিল, আন্তরিকতা ছিল তারও চেয়ে বেশী। আমার নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন দু'জনেই। আত্নীয়-বন্ধুরা বলেছিলেন টিউবে পিক আওয়ারে যাতায়াত করা নিরাপদ ও সোনাগহনা না পরাই উত্তম। ভাই বলেছিলেন টিউবরেলের সেই কামরাতে উঠতে যেখানে লোকজনের ভিড় থাকে। জনশূন্য নির্জন কামরা নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরবেলা। তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে। লাইব্রেরী ওয়ার্ক বাদ দিয়ে বাড়ী ফিরছি। সন্তানটির ঠান্ডা লেগেছে সামান্য। শিক্ষয়ত্রীকে বলেছি মাঠে খেলতে না পাঠাতে। ওরা যত্নশীল। তবু বাচ্চাটার জন্য মনটা অস্থির, ব্যাকুল।

অস্থিরতার কারনে ট্রেন থামতেই হুট্ করে এক কামরায় উঠে পড়লাম। জনবহুল নাকি জনবিরল খেয়াল করার মত সুস্থির মন ছিলনা। উঠে দেখি আমি ছাড়া আরেকজন যাত্রী মাত্র রয়েছেন। আমি বা দিকের সিটে আর উল্টোদিকে অর্থাৎ ডানদিকে বসে দেখতে ভদ্রমত লোকটি।

সুস্থির হয়ে বসে সামনে তাকালাম। সাদা চামড়ার মধ্যবয়সী দাঁড়িওয়াল লোকটির চেহারা কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাষ্ট্রোর মত হলেও কোথাও যেন খটকা আছে। মনে হল মাথা সিটে এলিয়ে পায়ের উপড় পা তুলে বসা লোকটি গভীর মনোযোগে আমাকে দেখছে। ঝটিতে পলক সরিয়ে চোখ ফেলে চারদিক দেখলাম। আমরা দু'টি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নাই কামরায়। আবার ভদ্রলোকের উপর ক্ষণিকের জন্য পলক ফেললাম। মনে হল তার ঠোঁট যেন বিড় বিড় করছে।

ভয় আর শংকা ঘিরে ধরলো। সেকেন্ড কয়েক মাত্র তাও মনে হল অন্তহীন। আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেছি মাত্র। তখনি ধাক্কা দিয়ে রেলগাড়ী থামলো।

প্রায় ছিট্কে ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে লোকজন বোঝাই এমন কামরায় উঠে গেলাম। টিউব দ্রুত চলে বলে ঐদিন আন্তরিকভাবে ঐ ট্রেনকে দোয়া দিলাম। মনে হল দেখতে সাধুর মত দেখতে হলেও আসলে সে কি তাই? নাকি শয়তান?

আমার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল। কারনটি হল একটি খবর। প্রায় দু'এক আগে লন্ডনের পত্র-পত্রিকা একটি খবর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাপিয়েছে। তারপর এর উপর লেখালেখিও হচ্ছে প্রচুর। টিউবে নিরাপত্তা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। খবর হল বন্দনা প্যাটেল নামে ইন্ডিয়ান-ইংলিশ টিউবে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়েছেন। অপরাধী ধরা পড়েনি।
বাসায় ফিরে ট্রেনের নির্জন কামরায় উঠা, সাধু নাকি শয়তানের দেখা পেয়ে ভয় পাওয়া কিছুই বললাম না। এসে দেখি দৌড়ঝাপ করে মেয়ের ঠান্ডাও কেটে গেছো মনটা আপনাআপনি ভাল হয়ে গেল। কোন ভয়ংকর বিপদ আসার কথা ভুলে গেলাম।

জুনের মাঝামাঝি পরীক্ষা শেষ। থিসিস শেষ করতে হবে এখন। আবহাওয়াও চমৎকার। ঝক্‌ঝকে রোদ, মায়াবী রোদের উষ্ণ আদরের চাদর জড়ানো চারপাশ। বরফে না হয় চারদেয়ালের মাঝে বন্দী থাকতেই ভাল লাগে আর এখন সুন্দর সময়ে? লাইব্রেরী ও কম্পিউটারের মাঝেই দারুন ব্যস্ত সময় দৌড়াচ্ছে। থিসিস শেষ করে প্লেনে উঠতে পারলে বাঁচি{

লন্ডন স্কুল অব ইকন্‌মিক্‌সের বেইসমেন্টে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের পাবলিকেশন্‌স ও ডকুমেন্ট সংরক্ষিত। ওগুলো বাইরে আনা যায়না। ওখানে বসে কাজ করতে হয়। কেউ যদি গবেষণা পাগল হন তবে তারজন্য সোনার খনি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী। অবাক কান্ড যে লিফলেট পর্যন্ত যত্নে রক্ষিত আছে এখানে।
কিন্তু ভয়ংকর নির্জনতা লাইব্রেরীতে। বেইসমেন্টে আরও বেশী নীরবতা। মানুষের শব্দহীন চলাফেরা মনে হত কম্বলের উপড় দিয়ে পিঁপড়ে হেঁটে যাওয়ার মত কান্ড।
এক নির্জন দুপুরে দীর্ঘক্ষণ শেল্‌ফ ঘেটে, আঁতিপাঁতি খুঁজে আমার কাঙ্ক্ষিত ডকুমেন্টটি পেয়ে টেবিলে ফিরছি। একটি দৃশ্য দেখে চম্‌কে উঠলাম। সামনের টেবিলে মোটা এক ডকুমেন্ট মেলে ট্রেনে দেখা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মত দেখতে লোকটি বসা। গালে হাত, দৃষ্টি বইতে নিবদ্ধ। লিখছেননা। হাতের কলম থুতনিতে ঠেকিয়ে গভীর পঠনে মগ্ন। মনে হল ঠোঁট বিড়বিড় করছে।
সন্তের মত পন্ডিতলোকটিকে অযথা বদলোক ভেবেছিলাম বলে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হলাম।
এই জ্ঞানপিপাসু লোক টিউবের কামরায় আমার দিকেই তাকিয়ে থেকেও দেখেননি আমাকে। শুধু অকারণে ভুল সিদ্ধান্ত টেনে উনাকে দুষ্টুবদমাশ ভেবে নিয়েছিলাম। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে 'সরি শ্রেক'!